দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ২ ...

অবিলম্বে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে

ফাজিল কামিলের মান প্রদানে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় অপরিহার্য

—বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ফাজিল-কামিল ও দাওরায়ে হাদীসের মান প্রদানের জন্য ইসলামী-আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এর অধীনে ফাজিল-কামিল এবং দাওরায়ে হাদীসের মান প্রদান করা হলে সব বিতর্কের অবসান ঘটবে। অবিলম্বে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। শুক্রবার ১১৬, নয়াপল্টনস্থ বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছিলেন। পার্টির মহাসচিব মাওলানা

৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ফাজিল কামিলের মান প্রদানে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মোঃ আব্দুল লতিফ নেজামীর সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম-মহাসচিব অধ্যাপক মাওলানা মোঃ আব্দুল করিম, মাওলানা শেখ লোকমান হোসেন, মাওলানা শওকত আলী, অধ্যাপক এহতেশাম সারওয়ার, হাফেজ মাওলানা আতাউর রহমান কাশেমী। সভায় ফাজিল শ্রেণীর জন্য মন্ত্রী পরিষদ কমিটি কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসে মাত্রাতিরিক্ত সাধারণ বিষয়ের প্রাধান্য দেয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, এতে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে। সভায় সিলেবাসে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং মাদ্রাসায় সহশিক্ষা ও শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের বাধ্যতামূলক শর্ত বাতিলের দাবী জানানো হয়।

গতকাল (শনিবার) বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর আহলে সুন্নতওয়াল জামাআতের যৌথ সভায় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, মন্ত্রী পরিষদের ন্যাক্কারজনক সিদ্ধান্ত বাতিল করে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে সরকার যদি মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে তাহলে এদেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও সুন্নী জনতাসহ জমিয়াতুল মোদারেছীন আগামী নির্বাচনে মাদ্রাসাবিদ্বেষী জোট সরকারকে উপযুক্ত জবাব দেবে। প্রিন্সিপাল এম এ জলিলের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডিয়াম সদস্য এডভোকেট ড. আজিজুর রহমান চৌধুরী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি আজিজুল হক চৌধুরী, এডভোকেট এমএ ওয়াহিদ, মাওলানা সেকান্দর হোসাইন আল কাদেরী, প্রিন্সিপাল মিয়া মোঃ আনোয়ার হোসেন, এডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন আশরাফী, মাওলানা মোবারক হোসেন, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা ছালাউদ্দিন।